



## প্যারিসের চিঠি \_ এক

ওয়াসিম খান পলাশ

প্যারিস. ফ্রান্স

জানা - শুনা আর দেখা এই তিনটি শব্দের পাথক্য কম বেশী সবাই জানি। আজ প্যারিসের চিঠি লিখতে বসে আমি নিজেই এই তিনটি শব্দের মুখোমুখী হলাম। যখন আমি ক্লাশ ফাইভ এ পড়ি। মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুলে ক্লাশ ফাইভের ছাত্র সে সময় আমার বাবা আমাকে বিশ্ব ডায়রী কিনে দিয়েছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্বকে জানা সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো। ঐ ডায়রী ছিল আমার জীবনের প্রথম পৃথিবী। ওই অল্প বয়সে পৃথিবীকে জানার যে স্পৃহা ছিল তাতে অল্প দিনেই ডাইরীটি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। ঐ ডায়রী পরতে পরতে এক জায়গায় আমি দেখেছিলাম সপ্তের শহর প্যারিস। Paris is a city of Civilization.

বিখ্যাত সেইন নদী এই সুন্দরী নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এক সময়ে নগরীর দুই অংশের জনসাধারণ পারাপারের বাহন হিসেবে নৌকা ব্যবহার করতো। বর্তমানে অসংখ্য ব্রিজ করে সড়ক ও রেলপথ করা হয়েছে। এখন সেইন নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো চলাচল করে। আরও বিস্মিত হলাম যখন জানলাম পৃথিবীর বিস্ময় আইফেল টাওয়ার সুন্দরী এই নগরীর বুকে দাঁড়িয়ে বিস্ময় ছড়াচ্ছে। আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে, সাড়ে সাত হাজার টন ইস্পাত দিয়ে তৈরী টাওয়ারটির ভূপৃষ্ঠে ভর শূন্য। টাওয়ারটির চারটি পায়ে কোন ভরই পড়ে না। French Structural Engineer M. Gustave Alexandre Eiffel টাওয়ারটির নির্মাণে এমন সব কলাকৌশল অবলম্বন করেন যাতে প্রতিটি খাচে এসে ভর শূন্য হয়ে যায়। প্রাইমারীতে পড়া কালীন সময়েই আইফেল টাওয়ার আমার কল্পনার পৃথিবীতে রোমাঞ্চ জাগাতো। আসলে প্যারিসের চিঠি লিখতে বসে আমি আমার ছোট বেলাতেই হারিয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিস নগরীর গোড়া পত্তনের সময়ে ইহার পরিধি ছিল বর্তমান প্যারিস নগরীর চেয়েও কয়েক গুন বড়। রাজা এফ ফাংকিস প্রথম সেই নদী পরিবেষ্টিত আইলেভটিতে প্যারিস নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই নগরীর নাম ছিল লিল দো ফস। লিল দো ফস কে রেজো পারীজিয়া বলা হতো। বর্তমানে লিল দো ফসকে ৮ টি জোনে ভাগ করা হয়েছে, এর ১ ও ২ জোন মূল প্যারিস নগরী।

লিল দো ফসের ভিতর যারা বসবাস করতো তাদেরকে পারীজি বলা হতো। মজার ব্যাপার হলো, পারীজী কথাটির অর্থ হলো বোট পিপল। উল্লেখ্য সপ্তম শতকে পারীজি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠা থেকে আসা বহিরাগতরা সেই নদীর পাশববতী উচু পাহাড় গুলোতে বসবাস শুরু করে। এর মধ্যে বিশেষ করে

উল্লেখ যোগ্য – শারন, মেনিমন্ত, পুবে বেলভিল পশ্চিমে শেইও উত্তরে মোমারত ও সাউথ এ মো সেন্ট জেনেভিভ।

এখানে একটি মজার ব্যাপার হলো প্যারিস যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের কাছে সপ্তের নগরী তেমনি ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকের কাছেও প্যারিস একটি সপ্তের নগরী। **Historicqilly Paris has been a magnet for Franch Provincials.** আর তাই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর তখনকার মোট জন সংখ্যার ২/৩ অংশ ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বসতি স্থাপন করে।

আজ প্যারিস বিশেষর অত্যন্ত সুন্দর ও আধুনিক মেগাসিটি। এই নগরী শিল্প – সাহিত্য গবেষণা ও প্রসারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সু-পরিচিত। **Artists,Writers,Composers,Visitors** দের প্রথম পছন্দ ও প্রথম ভালোবাসার নগরী। লিওনাদ দো ভেঞ্চির মোনালিসার রহস্যময়ী হাসি আর আইফেল টাওয়ার পৃথিবীর শত কোটি মানুষের মনে গেথে আছে।

চলবে -----

